অষ্টম অধ্যায়

কোচবিহারের সাময়িক পত্র-পত্রিকা ঃ সাহিত্যিক অবদান

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র যে কোন অঞ্চলের সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা ও সাহিত্যিক মানদন্ডের পরিচয়বাহী। মুদ্রনযন্ত্রের আবিষ্কার যে কোন সাহিত্যকর্মকে আমজনতার দরবারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই কথাটি মনে রেখে কোচবিহারের সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এখানকার সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বরূপ অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত হবে। কোচবিহারের এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৮৭৭ সালে কুমার রঙ্গিল নারায়ণ সম্পাদিত 'কোচবিহার মাসিক পত্রিকা' প্রকাশনার মধ্যে দিয়ে যে সূচনা হয়েছিল আজও সেই ধারা ক্রমাগত প্রবহমান বলা অসঙ্গত নয়। কালানুক্রমিক হিসাব অনুযায়ী কোচবিহারের সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্রকে সাধারণতঃ ১৮৭৭-১৯৪৯, ১৯৫০-১৯৫৯, ১৯৬০-১৯৬৯, ১৯৭০ থেকে সাম্প্রতিক কাল এই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। নিচে সারণীর আকারে কোচবিহারের সাময়িক পত্র-সংবাদ পত্র ও তাদের সম্পাদকদের নাম কালানুক্রমিক হিসাব অনুযায়ী উপস্থাপিত করা হল—

১৮৭৭-১৯৪৯

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
১) কোচবিহার মাসিক পত্রিকা	১৮৭৭	মাসিক	কুমার রঙ্গিল নারায়ণ
২) ক) কূলশাস্ত্রদীপিকা	১৮৮৫	মাসিক	—
খ) সুকথা		মাসিক	
৩) কাঙাল	১৮৯৫	সাপ্তাহিক	কৃষ্ণ সুন্দর সেন
৪) পরিচারিকা	১৮৭০-১৯০৬		১ম ঃ সঃ প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার
	১৯১৬-১৯২২		পরে নিরুপমা দেবী
৫) কোচবিহার দর্পণ	১৯৩৮		১ম সম্পাদক শরৎচন্দ্র ঘোষাল ও জানকী বল্লভ বিশ্বাস পরে অমূল্যরতন গুপ্ত

১৯৫০-১৯৫৯

৬) অয়ন	১৯৫০	মাসিক	প্রবোধচন্দ্র পাল
৭) আওয়াজ		পাক্ষিক (সমাজতান্ত্রিক মুখপত্র)	শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য
৮) আমাদের কথা	১৯৫৩	পাক্ষিক	নীরজ বিশ্বাস
৯) উত্তরায়ণ	১৯৫৪	মাসিক	অজিতভূষণ মজুমদার
১০) যুগবার্তা	১৯৫৫	সাপ্তাহিক	কালিদাস বাগচী, পরবর্তীকালে বীরেন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মাঝেমধ্যে প্রকাশিত হত
১১) জাগরণ	১৯৫৬	সাপ্তাহিক	বিনয়কৃষ্ণ দাসচৌধুরী ও পরে মনমোহন সেন

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
১২) মশাল	১৯৫৬	পাক্ষিক	তপেশ বসু ও কল্যাণ সেন (নবপর্যায়ে প্রবোধ পালের দ্বিতীয় প্রয়াস নবযুগ)
১৩) খবর	১৯৫৭	সাপ্তাহিক	বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ও হরিপদ মুখোপাধ্যায়
১৪) সীমান্ত	১৯৫৮	মাসিক	অপরাজিতা গোপ্পী
১৫) নাগরিক	১৯৫৮	সাপ্তাহিক	অরুণকুমার ভট্টাচার্য পরে তরুনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
১৬) মেয়েদের কথা	—	—	তরুবালা মুখোপাধ্যায়
১৭) কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা	১৯৫৯	ত্রৈমাসিক	পরেশ সোম, পরবর্তীতে দিগ্বিজয় দে সরকার এবং তারওপরে মনিকা রায়চৌধুরী
১৮) এক্স-রে			বৈজনাথ শর্মা (সমাজতান্ত্রিক নেতা)
১৯) বাংলার মেয়ে	১৯৫০ দশক	মহিলাদের জন্য	কল্যাণী মজুমদার
২০) গণশক্তি	১৯৫০ দশক	—	শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী
	১৯৬০-১৯৬৯		
২১) কালপুরুষ (ট্যাঙনমারী থেকে)	১৯৬০	—	তপন দেব
২২) প্রভাতী	১৯৬১	—	অরুনকুমার দাম, পূর্বে অমূল্য দত্ত
২৩) মহাকাল		সাপ্তাহিক	সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও অনিল কুমার সেনগুপ্ত পরে সুকুমার ভট্টাচার্য
২৪) বৈতালিক		ত্রৈমাসিক	অনিল দেব
২৫) দিগদর্শন	১৯৬২	পাক্ষিক	রামবিলাস রবিদাস, অরুনেশ ঘোষ, অরুণকুমার ঘোষ, জগদীশ দেব, গোপেশ দত্ত
২৬) কল্লার (দিনহাটা)	১৯৬২	পাক্ষিক	পল্লব চৌধুরী
২৭) আমার দেশ	—	সাহিত্য	নিত্যানন্দ সাহা
২৮) সবুজ পাতা ও হলদে কুঁড়ি	—	ত্রৈমাসিক	রণজিৎ দেব
২৯) ত্রিবৃত্ত	১৯৬৫	ত্রৈমাসিক	রণজিৎ দেব
৩০) বিচিত্রা	১৯৬৫	—	দীপেন চন্দ
৩১) তোর্ষা	১৯৬৫	—	নির্মল চৌধুরী
৩২) কোচবিহার সমাচার	১৯৬৬	সাপ্তাহিক	যোগেশচন্দ্র রায় ও পরে শঙ্কর রায়
৩৩) বল্মীক		পাক্ষিক	গোপেশ দত্ত

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
৩৪) ছদ্মনামী		পাক্ষিক	ছদ্মনামীর আড়ালে নির্মল চৌধুরী ও শৈলেন দে
৩৫) আধুনিক সাহিত্য	১৯৬৭	ত্রৈমাসিক	অরুণেশ ঘোষ ও রণজিৎ দেব পরে রণজিৎ দেব ও পরে মীনা সোম
৩৬) কোচবিহার বার্তা	১৯৬৭	সাপ্তাহিক	প্রতীপ কুমার মজুমদার
৩৭) গ্রামের ভাষা	১৯৬৮	সাপ্তাহিক	সুরেশচন্দ্র চৌধুরী(পাতলাখাওয়া)
৩৮) দেশবার্তা	—	সাপ্তাহিক	অনিলকুমার সেনগুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ রায়, পরে গুণীন্দ্রমোহন গুপ্ত
৩৯) নিবেদন	১৯৬৮	সাহিত্য মাসিক	শ্যামাপদ বর্মণ ও মথুরেশ চক্রবর্তী
	১৯৭০-১৯৭৯		
৪০) ত্রিবৃত্ত		মাসিক	রণজিৎ দেব
৪১) জিরাফ	১৯৭০	কবিতা ও ছোটগল্প বিষয়ক	অরুণেশ ঘোষ
৪২) নর্দান রিভিউ	১৯৭০	বাংলা ইংরেজি দ্বিভাষিক সামাজিক অর্থনৈতিক	বারীন্দ্রলাল রাহা, বর্তমানে নারায়ণ দেব
৪৩) পঞ্চানন	১৯৭০	—	কুমার প্রমোদেন্দ্র নারায়ণ,পরে সুরেন্দ্র মোহন রায়, নরেশ চন্দ্র রায় সরকার
৪৪) মন্দিরা	—	দ্বিমাসিক	কল্যাণময় রায়চৌধুরী
৪৫) মায়ামৃগ			শঙ্কর রায় ও গান্ধী সাহা
৪৬) অনন্যা		ত্রৈমাসিক	আশিস ভট্টাচার্য ও শ্যামলী ভট্টাচার্য
৪৭) উত্তর সীমান্ত বঙ্গ	১৯৭১	সাপ্তাহিক	নারায়ণ দেব
৪৮) সব কচিদের মেলা			সুনীল সাহা ও আশিস ভট্টাচার্য
৪৯) কুয়াশা	১৯৭২		অলোক দে সরকার
৫০) নববার্তা		পাক্ষিক	সাধন গুহ
৫১) পতত্র		শিশুপত্রিকা	তপন চৌধুরী ও অমল দে

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
৫২) সৎকার	—	সৎকার সমিতির মুখপত্র	মনোরঞ্জন রায়
৫৩) ধ্রুপদ (তুফানগঞ্জ)	—	—	—
৫৪) স্ফুলিংগ	—	—	অলক দে সরকার
৫৫) সৈকত	—	—	স্বপন রায় ও সরল মজুমদার
৫৬) ঋতুপত্র	—	—	তিন্নি
৫৭) কোচবিহার প্রেসক্লাব স্মরণিকা	—	—	রণজিৎ দেব ও রেবতী চক্রবর্তী
৫৮) যাযাবর (মেখলীগঞ্জ)	১৯৭৩	ত্রৈমাসিক	শেখর গুপ্তভায়া
৫৯) ফুলঝুরি	—	—	চিন্ময় রায়, তপন চৌধুরী
৬০) জ্যোতি	—	পাক্ষিক	সোমনাথ দত্ত পরে ভানু ব্যানার্জী
৬১) কিষাণ (জেলা কৃষক সভার মুখপত্র)	—	—	নির্মল চৌধুরী
৬২) চলন্তিকা	—	—	বিমল পাল
৬৩) বর্ণমালা	—	—	বিমল দেব
৬৪) উত্তরবার্তা	—	দ্বিমাসিক	গোপাল সরকার
৬৫) পরমাণু	—	—	আশিস ভট্টাচার্য
৬৬) শ্রাবণী (চ্যাংড়াবান্ধা)	—	—	—
৬৭) রাজধানীর বাইরে	—	সাপ্তাহিক	গৌরী দেবী, পরে অমল দেব
৬৮) লুব্ধক	—	—	শশীভূষণ মিত্র
৬৯) পৌন্ড্র দর্পণ	১৯৭৬	সাপ্তাহিক	তরুনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
৭০) রত্নপীঠ	১৯৭৬	—	নরেন দাস
৭১) সত্যের জয়	—	—	জনাবউদ্দীন আহমেদ
৭২) কোচবিহার সংবাদ	—	সাপ্তাহিক	মনোরঞ্জন দত্ত ও লীনা দত্ত
৭৩) রোবট	১৯৭৬	ত্রৈমাসিক	জীবতোষ দাস
৭৪) কুহক	—	—	সুশীল দত্ত
৭৫) অলক্ষ্যে	১৯৭৬	—	আশিস ভট্টাচার্য
৭৬) শৈবভূমি	—	—	অভিজিৎ সরকার
৭৭) সবুজের অঞ্জলী (দিনহাটা)	১৯৭৮	—	বিপ্লব রক্ষিত
৭৮) ঝড়তুফান (প্রথমে মাসিক তুফান, পরে সাপ্তাহিক ঝড়তুফান)	—	—	জীবন দে
৭৯) নেপথ্যে	—	—	মহাদেব রায়, পরীক্ষিৎ বণিক
৮০) বাল্মীকি	—	—	বিশ্বনাথ দাস
৮১) সাহিত্যপত্র	—	—	অলোক দে সরকার
৮২) মুক্তি	—	—	—
৮৩) মশাল	—	—	গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮৪) নির্মোক	—	—	চঞ্চল পাল

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
৮৫) কালবৈশাখী	১৯৭৯	—	রমণীমোহন বর্মা
৮৬) মেঘলা আকাশ	—	পাক্ষিক	আফছার আলী
৮৭) টর্পেডো	—	পাক্ষিক	দিলীপ দাস
৮৮) বর্ণগুচ্ছ	—	—	তাপস বসুনিয়া
৮৯) তরঙ্গ	—	—	দিগ্বিজয় দে সরকার ও মৃণালকান্তি দাম
৯০) সাহিত্যপত্র নবলিপি	—	—	সুনীল সাহা বর্তমানে গৌরী সাহা
৯১) সোনা	—	মাসিক	সাধন কুমার গুহ
১৯৮০-১৯৮৯			
৯২) ত্রিবৃত্ত (সাপ্তাহিক)	—	—	শাশ্বতী দেব
৯৩) সরণি (দিনহাটা)	—	—	অনিল বন্ধু দত্ত
৯৪) সরীসৃপ	—	—	প্রহ্লাদ চন্দ্র ভৌমিক
৯৫) এপ্লাইড ইকনমিক রিভিউ	১৯৮১	—	ডঃ এম. দাশগুপ্ত
৯৬) নভাম অর্গানাম	১৯৮২	—	সুভাষ সাহারায় ও গিরীন রায়
৯৭) এই সময়	১৯৮২	—	দিলীপ দাস
৯৮) তুণীর	—	—	মুক্তি রায়
৯৯) নাইয়া	—	—	মানোয়ার হোসেন খন্দকার
১০০) প্রতীক্ষা	—	—	সমর দেব ও স্বপন হালদার
১০১) প্রাণবন্যা	—	—	অলক দে সরকার
১০২) আবাদ (ঘুঘুমারী)	—	—	শশীভূষণ মিত্র
১০৩) ডাহুক(সিতাই)	—	—	হরিহর দাস
১০৪) কবিতা দৈনিক	—	—	শাশ্বতী দেব ও রণজিৎ দেব
১০৫) মাতৃভূমি(রাজেন তেপথী)	১৯৮৩	—	জয়ন্ত দত্ত
১০৬) তমসুক	১৯৮৪	ত্রৈমাসিক	সমীর চট্টোপাধ্যায়
১০৭) নয়াপ্রতিরোধ	—	পাক্ষিক	অসিত দে
১০৮) অসবর্ণা	—	ত্রৈমাসিক	অরবিন্দ ভট্টাচার্য
১০৯) নিহারীকা	—	শিশু পত্রিকা	গৌতম কুমার সাহা
১১০) অন্যভাবনা	—	—	দিলীপরঞ্জন পাল
১১১) কোজাগর(মেখলীগঞ্জ)	—	—	শেখর গুপ্তভায়া
১১২) দেবাহ	—	—	রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৩) রূপকথা	১৯৮৫	দ্বিমাসিক	তপনকুমার চৌধুরী
১১৪) তুফানগঞ্জ বার্তা	১৯৮৬	পাক্ষিক সংবাদ	অর্চিতা চক্রবর্তী
১১৫) নবদিগন্ত (কিশোর সাহিত্যপত্র)	১৯৮৬	দ্বিমাসিক	রাজকুমার ভট্টাচার্য ও সন্দীপন সরকার
১১৬) হালফিল সমাচার	—	—	চিন্ময় রায়
১১৭) অহংকারী অন্বেষা	—	—	ভানু ভট্টাচার্য

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
১১৮) হংসরাজ (দিনহাটা)	—	—	—
১১৯) এখানে ওখানে	—	—	প্রদোষরঞ্জন সাহা
১২০) শ্রমজীবি(ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন মুখপত্র)	—	—	ভানুভট্টাচার্য
১২১) পেন	—	—	জগদীশ দেব
১২২) প্রাত্যহিক সমাচার	১৯৮৫	—	পিযুসকান্তি রায়
১২৩) কৈশোর	১৯৮৬	—	গৌর সাহা
১২৪) দিনদিন প্রতিদিন	—	—	রমেন্দ্রনারায়ণ দে
১২৫) উত্তর ভূমিকা	—	—	প্রহ্লাদচন্দ্র ভৌমিক বর্তমানে গৌরাঙ্গ সিন্‌হা
১২৬) দৈনিক ত্রিবৃত্ত	১৯৮৮	সংবাদ	রণজিৎ দেব
১২৭) পাথুরে ফুল	—	—	আশিস ভট্টাচার্য
১২৮) এ সময়	১৯৮৮	—	অপূর্ব নাগ
১২৯) আপন কথায়(ফালাকাটা)	—	—	ভগীরথ দাস
১৩০) রঙ্গনায়ক	—	নাট্য বিষয়ক	শঙ্কর দত্তগুপ্ত
১৩১) দিশা	—	—	সবিতা সেনাপতি
১৩২) টিনটিন(চ্যাংড়াবান্ধা)	—	—	নীতিশ বসু
১৩৩) অরণ্য	—	—	নীতিশ বসু
১৩৪) তুফান এক্সপ্রেস	—	—	জীবন দে
১৩৫) নাড়িভুঁড়ি	—	—	জীবতোষ দাস
১৩৬) রায়ডাক(তুফানগঞ্জ)	—	—	ধর্মনারায়ণ বর্মা
১৩৭) শ্রাবণী(চিলকির হাট)	—	—	মোফাজ্জল সওদাগর
১৩৮) হরিণ(তুফানগঞ্জ)	—	—	নিতাই রায়
১৩৯) সৈকৎ	—	—	স্বপন রায় মজুমদার
১৪০) অভিযান(চ্যাংড়াবান্ধা)	—	—	সুশান্ত রায়
১৪১) আহ্বায়ক	—	—	শ্যামাপদ রায়
১৪২) পরিচিতি	—	—	শ্যামলী বসু
১৪৩) মিলনতীর্থ	—	—	—
১৪৪) ঋষ্যমুক	৮০দশক	—	সন্তোষ সিংহ
১৪৫) ময়ূখ	—	—	সন্তোষ সিংহ
১৪৬) প্রতীতি			ধনেশ্বর বর্মণ
১৪৭) টার্মিনাস			অনুভব সরকার
১৪৮) বিচিত্রা			নারায়ণ সাহা, পল্লব সাহা
১৪৯) উত্তর পথিক			রবীন কর্মকার
১৫০) চিত্রকল্প			অমর চক্রবর্তী
১৫১) সাম্প্রতিক			শ্যামল চক্রবর্তী

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
১৫২) ষষ্ঠ পান্ডব			কল্যাণ সোম
১৫৩) বন্দে মাতরম			দেবব্রত সেন
১৫৪) বিষের বাঁশী			রবীন্দ্রনাথ বক্সী
১৫৫) পাকস্থলী			আশিস দে সরকার
১৫৬) প্রগতি			রামধন রায়চৌধুরী
১৫৭) অরিত্র(মেখলীগঞ্জ)		ত্রৈমাসিক	চিরঞ্জীব বসু, সুব্রত গুহ
১৫৮) তিস্তা			প্রীতিরঞ্জন সিংহ সরকার
১৫৯) জান কবুল			জালাল সরকার
১৬০) গ্রামীণ সংবাদ			পীযুষকান্তি দাস
১৬১) নবপল্লব (দিনহাটা)			অমিতকুমার দে
১৬২) ময়ূখ (দিনহাটা)			প্রসেনজিৎ পন্ডিত
১৬৩) বিজ্ঞানিকা		বিজ্ঞান বিষয়ক	আব্দুল মান্নান
১৬৪) অন্বেষা(তুফানগঞ্জ)			সলিল পঞ্চানন
১৬৫) সোনালী আকাশ(দেবিবাড়ি)			সুবীর সরকার
১৬৬) আধুনিক কবিতা পরিচয়			অমল দেব
১৬৭) পরিক্রমা			ঊষাকান্ত দত্ত
১৬৮) কামতা কথা			ভোলানাথ রায়
১৬৯) ভাওয়াইয়া			ধীরেন্দ্রনাথ বর্মণ
১৭০) অভিজ্ঞান	৮০দশক		কুমকুম রায়
১৭১) আকাশপ্রদীপ			দেবাশিস দাস
১৭২) আরোহী			সত্যব্রত গোস্বামী
১৭৩) জীবন ও সংস্কৃতি		গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কোচবিহার জেলা মুখপত্র	দিগ্বিজয় দে সরকার
১৭৪) নীল দিগন্ত			নৃপেন্দ্র নাথ বর্মণ
১৭৫) আগমনী			নিমু গুহ ও রতন দাস
১৭৬) দর্প			দ্বীপেন চক্রবর্তী
১৭৭) সয়ূজ			আব্দুল সালাম
১৭৮) স্বপ্নের কাগজ			সুব্রত রায়
১৭৯) মনের চশমা			শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৮০) কিশোর কণ্ঠ		গ্রামবিকাশ ও শিশুসাথী	আমিনূর রহমান
১৮১) নবীন বরণ			বিপুল আচার্য

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
১৮২) নব্যাঙ্কুশ			রাণা গঙ্গোপাধ্যায়
১৮৩) বার্তাদেশ			অবিনাশ বর্মণ
১৮৪) ব্যতিক্রম			দেবজ্যোতি রায়
১৮৫) মানসাই(মাথাভাঙ্গা)			অনিলকুমার দাস
১৮৬) মৌচাক			আশিস আচার্য
১৮৭) স্বরূপ আদর্শ			শিবেন্দ্র দেবনাথ
১৮৮) সমুদ্র যাত্রা			সুরেন্দ্র বর্মণ
১৮৯) পঞ্চনক্ষত্র			নীলাঞ্জন সাহা
১৯০) পদক্ষেপ			তরুন নিয়োগী
১৯১) ঋতুপত্র			গৌতম সেনগুপ্ত ও মনোজ গুপ্ত
১৯২) সাহিত্য ভগীরথ			বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়
১৯৩) অরণ্য			নীতিশ বসু
১৯৪) বনলতা			মাহবুবল হক
১৯৫) চারুবাক			ভগীরথ দাস
১৯৬) আমাকে বলতে দাও		নারীপ্রধান পত্রিকা	ঈপ্সিতা দেব
১৯৭) পূর্বোত্তর			রণজিৎ দেব
১৯৮) কালবৈশাখী			রবীমোহন বর্মা
১৯৯) মেঘলা আকাশ			এম. আফছার আলী
২০০) তোর্ষা প্রবাহ			
২০১) মানসাই টাইমস্			
২০২) সুহাসিনী			বর্ণনা দে সরকার
২০৩) সাহিত্য আকাশ			
২০৪) মনের মনি(মাথাভাঙ্গা)			
২০৫) সবুজের অভিযান(মাথাভাঙ্গা)			
২০৬) আখর (মাথাভাঙ্গা)			
২০৭) জ্যোতি			নগরবাসী সাহা
২০৮) অনীক			অনুভব সরকার
২০৯) সপ্তর্ষী		নাট্য বিষয়ক	রূপা ভট্টাচার্য
২১০) সবুজ মানসাই(গোসানীমারী)			
২১১) গল্প ইদানীং			তারাশঙ্কর সরকার
২১২) সাগরদিঘী			সুনীল সাহা
২১৩) শব্দশিল্প			স্বপনকুমার রায়
২১৪) শতাব্দ(বক্সিরহাট)			বিশ্বনাথ দাস
২১৫) মধুছন্দা		কবিতা বিষয়ক	বিজয় বসু

সংবাদপত্র /

সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
২১৬) প্রচেতা			সুধীর কুমার সাহা
২১৭) কোবিদ			অমরেন্দ্র বসাক
২১৮) ইন্তেজার			সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি অমল চক্রবর্তী
২১৯) অমরসঙ্গী			বাসুদেব রায়
২২০) সংহতি		ত্রৈমাসিক	বিবেকানন্দ গোষ্ঠী
২২১) নেপথ্য			তপন মুখার্জী
২২২) মঞ্জুল			কল্যাণময় দাস, স্বপন কুমার দাস, স্বপন কুমার আইচ
২২৩) মন এবং মন			কল্যাণময় দাস
২২৪) বাক্‌প্রতিমা			কল্যাণময় দাস
২২৫) কিছু বলব			নরেন্দ্রনারায়ণ দাস
২২৬) তিস্তা		সংবাদ ও সাহিত্য মাসিক	পীযুষকান্তি ভাদুড়ী
২২৭) শরিক যে জন			সাধনা দত্ত
২২৮) দেবাহ			হরিপদ মুখোপাধ্যায়
২২৯) বক্‌সিরহাট পত্রিকা ও সাময়িকপত্র			
২৩০) অন্বেষা			অন্বেষা সাহিত্য গোষ্ঠী
২৩১) সাহিত্য সম্বিত			বিমল কুমার সাহা
২৩২) নেপথ্য			অর্ণব প্রামাণিক ও বিমল কুমার সাহা
২৩৩) সাহিত্য পত্রিকা			দীনেশ কর্মকার ও রাণাপ্রতাপ চক্রবর্তী
২৩৪) বেদুইন			দীনেশ কর্মকার ও রাণাপ্রতাপ চক্রবর্তী
২৩৫) অঙ্কুর			দীনেশ কর্মকার ও রাণাপ্রতাপ চক্রবর্তী
২৩৬) ময়ূখ	১৩৯৮বঙ্গাব্দ		তন্ময় সাহা, তপন দেবনাথ
২৩৭) সঙ্কোশ			হরিলাল কুমার সাহা ও বাবলু সাহা
২৩৮) রামপুর ও জোড়াইয়ের সাময়িকপত্র			
২৩৯) উত্তর সীমান্তবঙ্গ (জোড়াই)	১৯৮২		শান্তনু লাহিড়ী
২৪০) মৃণ্ময়ী (জোড়াই)			স্বপন কুমার সাহা ও বাবলু সাহা

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	প্রকাশনার বছর	প্রকৃতি	সম্পাদকের নাম
২৪১) সংহতি (রামপুর)			সুজিত কুমার সাহা
২৪২) দর্পন (রসিকবিল গ্রাম, তুফানগঞ্জ)			

সারণীর প্রকাশনার বছর ও প্রকৃতি কলামের যেখানে শূণ্যতা রয়েছে সেখানে সূত্রগুলি থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচ্য ১৯৮৯ সালের পরও কিছুপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ও সাহিত্যিক মানোন্নয়নে তাদের ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়ায় এখানে আলোচনা করা হল না।

আলোচ্য অধ্যায়ে এ পর্যন্ত মোট ২৪২ টি সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের নাম অবগত হওয়া গেল। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি পত্রিকা সম্পূর্ণভাবেই প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের পত্রিকা, একটি পত্রিকা পরাধীনতার প্রান্তসীমার চিহ্ন বহন করে, আর বাকি ২৩৬ টি পত্রিকা সম্পূর্ণভাবেই স্বাধীনতাপরবর্তী সময়ের চিহ্ন বহন করে। এই সময়ে বিভিন্নস্থান থেকে এমন তিনটি পত্রিকার নাম পাওয়া গেছে যাদের সম্পাদকের নাম ভিন্ন হলেও পত্রিকাগুলির নাম একই। প্রত্যেকটি পত্রিকাই ভারতীয় পত্র-পত্রিকার মহানিবন্ধকের কাছে নিবন্ধকৃত কিনা সে তথ্য অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি। নিচে পত্রিকাগুলির নাম ও সম্পাদকের নাম দেওয়া হল—

সংবাদপত্র / সাময়িক পত্রের নাম	সম্পাদকের নাম
ময়ূখ	সন্তোষ সিংহ
ময়ূখ	প্রসেনজিৎ পন্ডিত
ময়ূখ	দীনেশ কর্মকার
	রাণাপ্রতাপ চক্রবর্তী
উত্তর সীমান্ত বঙ্গ(কোচবিহার থেকে প্রকাশিত)	নারায়ণ দেব
উত্তর সীমান্ত বঙ্গ(প্রথমে জোড়াই থেকে, বর্তমানে জলপাইগুড়ি থেকে)	শান্তনু লাহিড়ী
ঋতুপত্র	তিন্নি
ঋতুপত্র	গৌতম সেনগুপ্ত ও মনোজ গুপ্ত

আর শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায় কোচবিহার থেকে প্রকাশিত 'গণশক্তি' বর্তমানে বহুদিন হল বন্ধ হয়ে গেলেও বর্তমানে ঐ একই নামের একটি দৈনিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রগুলির চরিত্র বিচারে দেখা যায় এগুলির অধিকাংশই মূলতঃ সংবাদপত্র হলেও দৈনিক সংবাদপত্রের মত প্রতিদিনের খবর এরা প্রচার করে না। অনেক ক্ষেত্রেই দৈনিক সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত খবরই পূনঃ প্রকাশিত হয় বলে পাঠকের কাছে এদের পরিবেশনা আকর্ষণহীন হয়ে ওঠে। সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকার নিয়ম অনুসারে 'নিউজ বিহাইন্ড নিউজ' বা সংবাদের পিছনের অব্যক্ত সংবাদ এরা প্রচার করেনা। তবে এইসব পত্রিকায় স্থানীয় বিষয়গুলি প্রাধান্য পায় বলে তা কখনো কখনো মনযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দৈনিক সংবাদপত্র কোচবিহার থেকে দুটি প্রকাশিত হয়েছিল। একটি হল শঙ্কর রায়ের সম্পাদনায় 'প্রাত্যহিক সমাচার' ও অন্যটি হল রণজিৎ দেবের সম্পাদনায় 'দৈনিক ত্রিবৃত্ত'। কিন্তু দুটি দৈনিকই অল্প কিছুদিন চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই দুটি দৈনিকই তাদের স্বল্প সময়ে পাঠকমনে অগ্রহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। আর বাকি সংবাদপত্রগুলি তাদের মানদন্ড বিচারে পৃথকভাবে এখানে আলোচনার দাবী রাখেনা। এখানে বলা প্রয়োজন কোচবিহারের সংবাদপত্র প্রকাশনার পর্ব স্বাধীনতা পরবর্তী যুগ থেকে। কেননা স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বিন্দুমাত্র সিডিশান বা রাজদ্রোহমূলক রচনাদির প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল বলে এখানে সংবাদপত্র প্রকাশনায় কোন অগ্রগতি হয়নি।

তবে সাহিত্যিক বিকাশে এখানকার সাময়িকপত্রগুলি প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী দুই সময়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা পূর্বযুগে অর্থাৎ ১৩২৩-১৩৩১ বঙ্গাব্দ আট বৎসরব্যাপী প্রকাশিত নিরুপমা দেবী সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকা সাহিত্যিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শুধু কোচবিহারেরই নয়, অবিভক্ত বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিমন্ডলের প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে 'পরিচারিকা'য় যাঁরা নিয়মিত লিখতেন তাঁরা হলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, দ্বিজচরণ মিত্র, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, গিরিজা কুমার বসু, মণীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত, পত্রলেখা সিদ্ধান্ত, শকুন্তলা দেবী, রেণুকা দেবী, ক্ষেত্রলাল সাহা, বিমল কুমার চক্রবর্তী, যতীন্দ্র নাথ সেন প্রমুখ।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় জানকীবল্লভ বিশ্বাসের 'আত্মহত্যার অপরাধী' ও গোকুল নাগের 'পঞ্চভূত' ও 'স্বপ্নকথা' পরিচারিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। তাছাড়া হেমনলিনী দেবী, নিহারবালা দেবী, শ্রীমতী উষাপ্রসন্ন ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ নিয়মিত গল্প লিখতেন।

প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে ধীরেশ্বর সেন, বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সনৎকুমার সেন, অসিত কুমার হালদার, মণীন্দ্রনাথ রায়, নিরঞ্জন সান্যাল ও জনৈক ছদ্মনামী সঞ্জিবনীর নাম পাওয়া যায়। তাছাড়া ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ ও সেখানকার শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের প্রাণপুরুষ মহিমচন্দ্র ঠাকুরও নিয়মিত লিখতেন।

এছাড়া স্বরলিপিযুক্ত সঙ্গীত লিখতেন শ্রীমতী সোহিনী সেনগুপ্ত ও নির্মলচন্দ্র বড়াল।(৪)

বস্তুত স্বাধীনতাপূর্ব কোচবিহারের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক স্ফুরণে 'পরিচারিকা' পত্রিকা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শরচ্চন্দ্র ঘোষাল ও জানকীবল্লভ বিশ্বাস সম্পাদিত ' কোচবিহার দর্পণ' পত্রিকা, যা পরবর্তীকালে অমূল্যরতন গুপ্তর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত তাতেও নামী অনামী অনেক লেখকই লিখতেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে প্রবোধচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'অয়ন', পরেশ সোম সম্পাদিত ' কোচবিহার সাহিত্য সভা পত্রিকা', যা পরবর্তীকালে দিগ্বিজয় দে সরকার ও মনিকা রায় চৌধুরীর যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হত তাদের সাহিত্যিক অবদানও উল্লেখযোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে অজিতভূষণ মজুমদার সম্পাদিত 'উত্তরায়ণ', রণজিৎ দেব সম্পাদিত 'ত্রিবৃত্ত' এবং সমীর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'তমসুক' পত্রিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

'উত্তরায়ণ'-এ অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'রাঙাদি' ও 'বিয়োগ' এই নাটকদুটি এবং অন্যকিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। স্থানীয় ত্রিবৃত্ত পত্রিকাটি প্রথমে ত্রৈমাসিক হিসেবে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত এটি কিছুদিনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হলেও কিছুদিন পর দৈনিকটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, তবে বর্তমানে এটি সাপ্তাহিক হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বহু নামী লেখকের লেখাও স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন কবিতার ক্ষেত্রে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাসুদেব দেব, কিরণশঙ্কর মৈত্র, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কালীকৃষ্ণ গুহ, রাণা চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, আশিস সান্যাল, বিষ্ণু দে, শিশির ভট্টাচার্য, পূর্ণেন্দু পত্রী, অপরাজিতা গোপ্পী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, প্রদীপ রায়গুপ্ত, বীতশোক ভট্টাচার্য, বেণু দত্ত রায় প্রমুখ।

কথাসাহিত্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, জীবন সরকার প্রমুখ। যাঁরা নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন তাঁরা হলেন ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, দুর্গেশ নিয়োগী, বিভুভূষণ চৌধুরী, অর্ণব সেন, অভী সেনগুপ্ত, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

হরিশচন্দ্র পাল তাঁর গোসানীমঙ্গল পুঁথি ও অন্যান্য কয়েকটি পুঁথি প্রথম ত্রিবৃত্ত পত্রিকাতেই প্রকাশ করেন। তাছাড়া হরিশচন্দ্র পালের নাটক ' এক রাত্রির ঘটনা' ও সমীর চক্রবর্তীর নাটক 'শিলালেখ কিংবা ঝড়'ও ত্রিবৃত্ত পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যাগুলি সমৃদ্ধির কারণে আলোচনার দাবী রাখে সেগুলি হল 'উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সংখ্যা - ১৩৮০', শারদীয় উত্তরবঙ্গ সংখ্যা - ১৩৮৫।(৫)

বলা প্রয়োজন যে, 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকা এপর্যন্ত চারবার প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে পুরস্কার প্রদান ও সম্বর্ধনা প্রদানের মাধ্যমে যে নজির রেখেছেন তা উত্তরবঙ্গের সাহিত্য জগতে এক উদ্দীপনা তৈরি করেছিল নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এ ব্যাপারে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ সবদিকের ব্যক্তিকে সমভাবেই পুরস্কৃত করেছেন তাঁরা। নিচে এ পর্যন্ত 'ত্রিবৃত্ত' পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তিত্বদের নাম উল্লেখ করা হল—

প্রথম ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠান (১৯৭১-৭২-এর প্রাপকদের একসাথে)

নাম	বছর	যে কৃতির জন্য পুরস্কার
১) অমিয়ভূষণ মজুমদার	১৯৭১	গড় শ্রীখন্ড (উপন্যাস)
২) শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৯৭২	ধর্মে আছ জিরাফেও আছ (কাব্যগ্রন্থ)

দ্বিতীয় ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠান (১৯৭৫)

৩) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	অর্জুন (উপন্যাস)
৪) কৃষ্ণ ধর	কবিকৃতির জন্য
৫) জীবন সরকার	কাছিম (গল্পসঙ্কলন)
৬) হরিশচন্দ্র পাল	লোক সংস্কৃতি বিষয়ে
৭) শিশির ভট্টাচার্য	ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনা(অন্যদিন)
৮) প্যারিমোহন দাস	লোক সংস্কৃতি
৯) বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী	শিশু সাহিত্য

তৃতীয় ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠান (১৯৭৭)

১০) শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	নয়ন শ্যামা (উপন্যাস)
১১) সমীর রক্ষিত	বন্যার পর বাড়ি ফেরা(গল্পগ্রন্থ)
১২) মণীন্দ্র রায়	কবিকৃতির জন্য
১৩) সুকুমার ভট্টাচার্য	টোটো কহিনী
১৪) শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	কেন জন্ম কেন নির্যাতন(কবিতায় মরণোত্তর)

চতুর্থ ত্রিবৃত্ত পুরস্কার অনুষ্ঠান (১৯৯৪)

১৫) ভগীরথ মিশ্র	চারণভূমি(উপন্যাস)
১৬) অপরাজিতা গোপ্পী	আহত পাখির মত ডানাঝাপটায়(কাব্যগ্রন্থ)
১৭) সুখবিলাস বর্মা	লোকসংস্কৃতি বিষয়ক
১৮) নীরদ রায়	আমার মুখে যখন বৈশাখ (কাব্যগ্রন্থ)

এছাড়া ত্রিবৃত্ত সংস্থা ড. চারুচন্দ্র সান্যাল, দেবেশ রায়, জীবন দে ও আশিস সান্যালকে বিশেষ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল। উল্লেখিত পুরস্কার ও সম্বর্ধনা প্রাপ্তদের মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহিত্য বিষয়ক 'বঙ্কিম পুরস্কার' ও ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ও দেবেশ রায় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে পরবর্তীকালে সম্মানিত হয়েছিলেন।

রণজিৎ দেব সম্পাদিত আধুনিক সাহিত্য একসময় সাহিত্যিক অবদান রাখলেও বর্তমানে মালিকানা হস্তান্তরিত হবার পর এই পত্রিকার সাহিত্যক্ষেত্রে ভূমিকা অতীব গৌণ বলা চলে।

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের মুখপত্র ' কোচবিহার প্রেস ক্লাব স্মরণিকা' এবং গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের কোচবিহার জেলা শাখার মুখপত্র 'জীবন ও সংস্কৃতি', দিগ্বিজয় দে সরকার ও অমূল্য চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'প্রভাতী',

শাশ্বতী দেব ও রণজিৎ দেব সম্পাদিত 'কবিতা দৈনিক' কোচবিহারের সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ স্বাক্ষর রেখেছিল। এছাড়া রূপা ভট্টাচার্য সম্পাদিত নাট্য বিষয়ক পত্রিকা 'সপ্তর্ষি' এবং বারীন্দ্রলাল রাহা সম্পাদিত দ্বিভাষিক ' নর্দান রিভিউ' সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে পাঠকমনে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা হিসাবে অপরাজিতা গোপ্পী সম্পাদিত 'সীমান্ত' এবং কল্যাণী মজুমদার সম্পাদিত 'বাংলার মেয়ে' এককালে সাহিত্যপত্র হিসাবে সাড়া জাগাতে পেরেছিল। ইপ্সিতা দেব পরিচালিত 'আমাকে বলতে দাও' নারী প্রধান পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হত। যদিও পুরুষের লেখা প্রকাশ এখানে নিষিদ্ধ ছিল না। বর্তমানে এটি রমেন্দ্রনারায়ণ দের সম্পাদনায় সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হলেও বিশেষ বিশেষ সংখ্যাগুলি সাহিত্যপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া শিশুদের জন্য যে পত্রপত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল— পতত্র, সম্পাদক অমল দে ও তপন চৌধুরী, 'নীহারিকা', গৌতম কুমার সাহা, 'টিনটিন', নীতিশ বসু, 'নবপল্লব', অমিত কুমার দে, 'সবকচিদের মেলা', সুনীল সাহা ও আশিস ভট্টাচার্য।

ত্রিবৃত্ত ছাড়া আর যে পত্রিকাটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছে সেটি হল 'তমসুক। তমসুক যদিও কোচবিহারের সাহিত্যের অঙ্গনে অনেক বিলম্বে পদার্পন করেছে তবুও এই সাময়িক পত্রটি নিজস্ব বৈশিষ্টে ও অবদানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে খুব অল্প সময়েই। লক্ষ্যণীয় এটি একান্তভাবেই সাহিত্যপত্র। এবং এটির প্রকাশনার জন্য ঘোষিত বা নির্ধারিত সময়সীমা নেই। এই পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরা হলেন কবিতায় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বেণু সরকার , অমর চক্রবর্তী, এণাক্ষী আচার্য, রুদ্র পতি, সমীর চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসবদত্তা লাহিড়ী, শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, বিজিত কুমার ভট্টাচার্য, নমিতা পুত্রি, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ।

ছোটগল্প লেখক হিসাবে যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, শম্ভু চক্রবর্তী এবং প্রবন্ধ লেখক হিসেবে যাঁরা উল্লেখ্য র্তারা হলেন হীরেন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন কুমার রায়, আবুল বাশার, অরুণেশ ঘোষ, তপোধীর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন ত্রিবৃত্ত সংস্থার মত কোন পুরস্কার প্রদান না করলেও 'তমসুক' পত্রিকা ১৯৯৩ সালের ২৬-২৭ শে ডিসেম্বর আয়োজন করেছিল 'পূর্ব ভারত কবি সম্মেলন'-এর। বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিদের আগমনে এই সম্মেলন লাভ করেছিল বৃহত্তর মাত্রা। এই সম্মেলনে যাঁরা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলাভাষার কবি আলোক সরকার, সুব্রত রুদ্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত, সমীর চক্রবর্তী, অসমীয় ভাষার কবি নীলমনি ফুকন, উড়িয়া সাহিত্যের মনোরমা বিশওয়াল মহাপাত্র, হিন্দি সাহিত্যের স্বদেশ ভারতী, নেপালী সাহিত্যের লক্ষণ শ্রীমল ও শিল্পকর্মের জন্য প্রকাশ কর্মকার প্রমুখ স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্বরা। তাছাড়া সম্মেলন উপলক্ষে 'তমসুক' দশম বর্ষ পূর্তি সংখ্যা ইংরেজি মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে পাঁচটি ভাষায় মোট শতাধিক কবির কবিতা ইংরেজিতে অনুদিত হয়েছিল যাতে নবকান্ত বরুয়া, নীলমনি ফুকন, জয় সিং মীরাজ, জগদীশ চতুর্বেদী, সীতাকান্ত মহাপাত্র, আচার্য ভানুভক্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের কবিতাও রয়েছে। তমসুক এখনও তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছে যা ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার জগতে নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

বলা প্রয়োজন স্বাধীনতা পরবর্তী এই সাময়িক পত্রগুলিতেই উত্তরবাংলা ও দক্ষিণবাংলার বহু লেখকের লেখাই প্রকাশিত হয়েছে। কোচবিহারের স্বাধীনোত্তর নবীন ও প্রবীন যাঁদের লেখা এই সাময়িক পত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা হলেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, অশনীভূষণ মজুমদার, রণজিৎ দেব, সমীর চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র পাল, দিগ্বিজয় দে সরকার, প্রবীর (অনুভব) সরকার, অমলেন্দু বিকাশ জানা, বিজয় গোস্বামী, সন্তোষ সিংহ, তুষার চক্রবর্তী, শিখা চাকী, শুভ্রা চক্রবর্তী, বীরেন সাহা, তাপস গুহ বিশ্বাস, নিত্য মালাকার, দক্ষিণাচরণ চক্রবর্তী, অমিত কুমার দে, আশিস সেনগুপ্ত, জ্যোতিরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অনিলকুমার দাস, অলোক ধর প্রমুখ।

উপসংহারে বলা যায় সাহিত্য ক্ষেত্রে লিটল্ ম্যাগাজিন বা ক্ষুদ্র পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম শুধু নয় এসম্পর্কে শেষ কথা কখনই বলা যায় না। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে একদিকে যেমন প্রাচীন সাময়িক পত্রের অবলুপ্তি ঘটবে, তেমনি সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চে নতুন সাময়িক পত্র নতুনতর ভূমিকা নিয়ে আবির্ভূত হবে।

কোচবিহারের সাময়িক পত্রের ভূমিকা ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য।

উৎস নির্দেশ

১) মধুপর্ণী — কোচবিহার জেলা সংখ্যা

২) লিটল ম্যাগাজিন (প্রবাহ কর্তৃক প্রকাশিত) — সম্পাদক দীপক দে

৩) এক নজরে কোচবিহার (Cooch Behar at a glance) - রণজিৎ দেব

৪) পরিচারিকা — সচিত্র মাসিক পত্রিকা (নবপর্যায় চতুর্থ বর্ষ, ১৩২৬ অগ্রহায়ন, ১৩২৭ বৈশাখ) — কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত)

৫) ত্রিবৃত্ত পাক্ষিক — উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংখ্যা (১৩৮০ বঙ্গাব্দ)